তারিখ : 13 OCT 2008
পৃষ্ঠা - ১৬ কলাম - ৩

যুগান্তর

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে বরাদ্দকৃত লাখ লাখ টাকা ফেরত

কর্তৃপক্ষের অদক্ষতার কারণেই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি

তাবারক উল্যাহ কায়েস, *কুমিল্লা থেকে*

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক ও জনবল না থাকার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেছে নানা চাঞ্চল্যকর তথ্য। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ বিভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। এতে দেখা যায়, সরকার কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর পদ নিয়োগের জন্য যথাসময়ে অনুমোদন দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা, আন্তরিকতার অভাবে নিয়োগে অনিয়মের আশ্রয় নেয়ার কারণে নিয়োগ সম্পন্ন করতে পারেনি। শিক্ষকসহ জনবল নিয়োগের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের লাখ লাখ টাকা ফেরত গেছে। সাম্প্রতিক সময়ে শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়া নিয়েও করা হয়েছে নজিরবিহীন অনিয়ম। ফলে ক্লাস শুরু করা নিয়ে কর্তৃপক্ষ বারবার তারিখ দিয়েও ক্লাস শুরু করতে পারেনি। এরই জের হিসেবে শনিবার ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ হয়। অভিযোগে জানা যায়, বিক্ষোভে অংশ নেয়া ছাত্রদের সঙ্গে বিশেষ সংগঠনের সমর্থিত কর্মীরা মিশে ছিল। মূলত ওই চিহ্নিত ছাত্ররা অগ্নিসংযোগ, ভাংচুরসহ সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটায়। এ ছাত্ররা রোববারও ক্যাম্পাসে সৎ ও নিষ্ঠাবান হিসেবে পরিচিত এক কর্মকর্তার নাম ধরে স্লোগান দেয়। গত দু'দিনে ছাত্র বিক্ষোভে সহিংস ঘটনা ঘটানোর নেপথ্যে অন্তত ২ জন (অস্থায়ী শিক্ষক) শিক্ষক ও প্রশাসনের অন্যতম এক শীর্ষ কর্মকর্তা জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে। অপসারিত উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম মাওলার আস্থাভাজন ওই শিক্ষক ও কর্মকর্তা ব্যক্তিগত বিশেষ রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পক্ষে কাজ করছেন। পরিকল্পিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে হানাহানি সৃষ্টি করছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) পরিচালক (অর্থ ও হিসাব) মুহাম্মদ ইব্রাহীম কবীর যুগান্তরকে জানান, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে মোট বরাদ্দকৃত পদের (জনবল) সংখ্যা ২৫৭টি। এর মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ৮৮টি পদ নিয়োগের জন্য সরকার অনুমতি দেয় এবং পদ বণ্টনের স্বাধীনতা দেয়া হয় বিশ্ববিদ্যালয়কে। ৮৮ পদের মধ্যে ২৮টি শিক্ষকের পদ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাহিদা অনুযায়ী সরকার অনুমোদন করে। তিনি জানান, নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে রাজস্বের অধীনে প্রথম মঞ্জুরি দেয়া হয় ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। প্রথম ৬ মাসের জন্য ৭৩ লাখ ৫৩ হাজার টাকার মঞ্জুরি ও চেক প্রদান হয়। এ বরাদ্দের মধ্যে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মোট ৮৮ পদে বেতন ও ভাতা বাবদ ৫৮ লাখ ৫৩ হাজার টাকা রয়েছে। তিনি আরও জানান, ৫৮ লাখ ৫৩ হাজার টাকা থেকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে খরচ করা হয়েছে মাত্র ৩ লাখ ৯৬ হাজার টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৫.৪৩ ভাগ। অব্যয়িত ৬৯ লাখ ৫৭ হাজার টাকা পরবর্তী অর্থবছরের মঞ্জুরির সঙ্গে সমন্বয় করে দেয়া হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, নির্ধারিত সময়ে শিক্ষকসহ কোন জনবল নিয়োজিত করা হয়নি। ৫ মাস পর ২০০৭ সালের মে মাসে প্রথম দফায় জনবল নিয়োগ করা হয়। একই বছরের শেষ দিকে রেজিস্ট্রার ও ২ জন অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। সব মিলিয়ে এ পর্যন্ত নিয়োগ করা হয়েছে ৫৩ জন জনবল। এর মধ্যে অধ্যাপক ২ জন, সহকারী অধ্যাপক ৩ জন প্রভাষক ১২ জন। প্রথম দফায় অনুমোদিত পদের মধ্যে ৩৫ জন জনবল অদ্যাবধি নিয়োগ করা হয়নি। এ ৩৫ জনের মধ্যে অধ্যাপক ৪, সহযোগী অধ্যাপক ৬, সহকারী অধ্যাপকের ৫টি পদ শূন্য রয়েছে তবে ৫ জন প্রভাষক অবৈধভাবে পদের অতিরিক্ত হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন। এ ৫ জনের মধ্যে ১ জন বর্তমানে অন্যত্র চাকরি করছেন। শিক্ষকের শূন্য পদগুলো দীর্ঘ সময় ও কর্তৃপক্ষ পূরণ না করার কারণে শিক্ষক সংকট সৃষ্টি হয়েছে।